দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 6 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ১৮ ... কলাম ১ ...

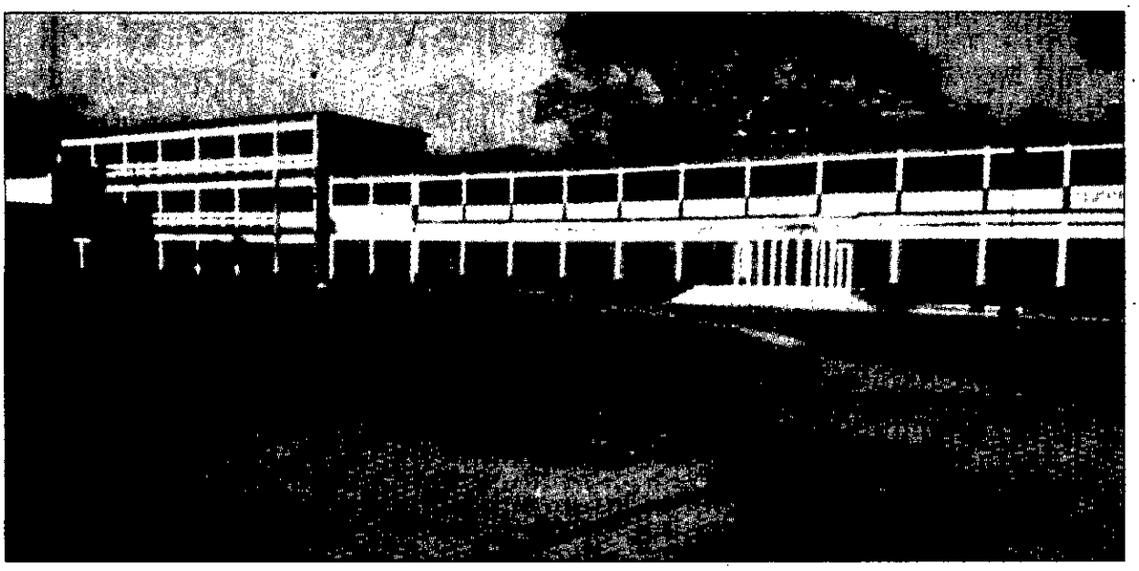

মাদারীপুর : সদর উপজেলার শতবর্ষী মিঠাপুর লক্ষ্মীনারায়ণ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় —ইত্তেফাক

ঐতিহ্য ধরে রেখেছে শতবর্ষী মিঠাপুর লক্ষ্মীনারায়ণ বিদ্যালয়

■ মাদারীপুর প্রতিনিধি

মাদারীপুর সদর উপজেলার শতবর্ষী মিঠাপুর লক্ষ্মীনারায়ণ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়টি শিক্ষা বিস্তারে তার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের উদার মানবতাবাদী-মনীষী ও মিঠাপুরের জমিদার পরেশ নাথ শিকদার ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ শাসনামলে যখন এদেশের মানুষের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল না তখন মিঠাপুর লক্ষ্মীনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়টি (এলএনউবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার ১০২ বছর হলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। জেলার এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান খান এমপির স্ত্রী প্রফেসর সৈয়দা রোকেয়া বেগম। কালের বিবর্তনে বিদ্যালয়টির নামের সঙ্গে ইংরেজি শব্দটি হারিয়ে যায় এবং সংক্ষেপে বিদ্যালয়টির নাম হয় মিঠাপুর এলএন উচ্চ বিদ্যালয়।

শতবর্ষ পেরিয়ে যে বিদ্যাপীঠ

লক্ষ্মীনারায়ণ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়

> উপমহাদেশের উদার মানবতাবাদী মনীষী ও মিঠাপুরের জমিদার পরেশ নাথ শিকদার ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ শাসনামলে যখন এদেশের মানুষের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল না তখন মিঠাপুর লক্ষ্মীনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়টি (এলএনউবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার ১০২ বছর হলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন

বাবা দেবেন্দ্রনাথ শিকদার ও স্ত্রী অনিমা রানি শিকদারের অনুপ্রেরণায় জমিদার পরেশ নাথ শিকদার বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমরণ (আজীবন) বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলে-মেয়েদের পড়ার আহ্বান জানান। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা চলতো তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে।

১৯৫৩ সালে বিদ্যালয়টির যখন দুর্দিন চলছিল তখন প্রতিষ্ঠাতার দ্বিতীয় ছেলে নিত্য গোপাল শিকদার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদ্যালয়ে যোগ দেন। তখন থেকে নতুন উদ্যোমে শুরু হয় বিদ্যালয়টির অগ্রযাত্রা। ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন গণপরিষদ সদস্য ও বিশিষ্ট আইনজীবী মৃত আচমত আলী খান, মৃত হাওলাদার সিরাজউদ্দিন, মৃত জালালউদ্দিন আহমেদ, যতীন্দ্রনাথ শিকদার, আবদুল মান্নান মোল্লা, নেছারউদ্দিন মুন্সী, নারায়ণ চন্দ্র সাহা, ডা. দলিল উদ্দিন মিয়া, কালী চরন ঘোষ, কাজী ছদর উদ্দিন আহমেদ, আ. মজিদ বেপারী প্রমুখ।

বিদ্যালয়টির বর্তমান প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন মো. খলিলুর রহমান হাওলাদার। ঐতিহ্যবাহী এলএন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতসহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসিন ছিলেন ও আছেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যারা প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন বঙ্গিম চন্দ্র দত্ত, ক্ষিতিশ চন্দ্র মজুমদার, কেশবেন্দু মাধব বসু, নরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, বিভূতি ভূষন ভট্টাচার্য, নিত্য গোপাল শিকদার, জীতেন্দ্র নাথ দত্ত, আবদুস ছাত্তার হাওলাদার, হাবিবুর রহমান হাওলাদার প্রমুখ।

নিত্য গোপাল শিকদার বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৮৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি না ফেরার দেশে চলে যান। তারই স্মরণে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মিঠাপুর নিত্য গোপাল শিকদার শিক্ষা ও কল্যাণ ট্রাস্ট। এই ট্রাস্ট থেকে প্রায় প্রতিবছর গরিব ও মেধাবীদের বৃত্তি দেওয়া হয়।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এখানে শিক্ষার্থীদের ফলাফল ভালো। অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যেও মিঠাপুর লক্ষ্মীনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়টি ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক হাজার ছয়শ জন। খন্ডকালীন ১০ শিক্ষকসহ বিদালয়টিতে ২৩ জন শিক্ষক রয়েছেন। ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যালয়টিতে বিজ্ঞান ভবন নেই। শ্রেণিকক্ষের স্থান সংকুলান সমস্যা প্রকট। আরো আসবাবপত্রেরও প্রয়োজন। কোনো ছাত্রাবাস নেই। মিঠাপুর এলএন উচ্চ বিদ্যালয়টিকে জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং....................
তারিখ....................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এস.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগত্যর্থে
স্বাক্ষর